Episode 14 : Universal Access to Modern Energy

(সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরামের পক্ষ থেকে দেবব্রত নাথ)

নাটকঃ উত্তরণ

চরিত্রঃ-

শুভ – ২৬ বছর – বিদেশে গবেষণারত

বিপিন – ৬০ বছর - শুভর জ্যাঠামশাই

সরমা – ৫৫ বছর – জেঠিমা

অনিলবাবু – ৪৫ বছর - বিপিনের প্রতিবেশী

অরুনবাবু – ৪৫ বছর - স্কুল শিক্ষক

বিপিনঃ- কি, রে শুভ, উঠে পড়েছিস... রাতে ঘুম হলো?

শুভঃ- হ্যাঁ, ঠিক আছে...

বিপিনঃ- কিছু লুকচ্ছিস মলে হচ্ছে...

শুভঃ- না, না, কাল গরমটা একটু বেশি ছিল মনে হয়ে।

বিপিনঃ- পাখাটা চলছিল তো?

শুভঃ- কিন্তু পাখাটা এত আস্তে ঘুরছিল... মনে হয়ে ভোল্টেজের সমস্যা।

বিপিনঃ- সে আর বলিসনা, এত বছর পর এত ছুটছুটি করে যা ও বা কারেন্ট এলো, দেখ তার... বেশিরভাগ সময় তো লোডশেডিং, আর ঝড়বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই... আর যেটুকু সময়ে থাকে টিম্ টিম্ করছে, এমনই ভল্টেজের দশা...

শুভঃ- এটা আমিও দেখেছি... বিদ্যুতের মান বেশ খারাপ।

বিপিনঃ- আর কি করি বল... এই নিয়েই ছালাতে হচ্ছে; তা তুই এখন কথায়ে চললি? সাতসকালে?

শুভঃ- ভাবছি কি জ্যেঠু, এত বছর পর এলাম, গ্রামটা একটু ঘুরে আসি।

বিপিনঃ- সে যাবি এখন, চুপ করে বস্ তো দেখি, তোর বড়মা জলখাবার বানাছে, খেয়েনিয়ে ধীরেসুস্থে যাবি গ্রাম দেখতে, আমিই ঘুরিয়া আনব তকে।

শুভঃ- বড়মা আবার এত ব্যস্ত হতে গেল কেন?

সরমাঃ- তুই এত বছর পর এলি দেশে, আয় এখানে বস, খেয়ে নে...

শুভঃ- কি কাণ্ড করেছে গো বড়মা... এতো লুচি, বেগুনভাজা, আবার মিষ্টি... বাবারে, সকালে আমি এত খাইনা।

সরমাঃ- এত কিছুর কি আছে রে, এই সামান্য খাবার খেয়ে নে।

শুভঃ- তোমরা খাবেনা?

সরমাঃ- সে আমরা খাবো এখন, তুই এখন খা দেখি।

শুভঃ- (খেতে খেতে) একদম না। আর খেতে পারছিনা।

বিপিনঃ- কি যে তোরা আজকালকার ছেলেরা... আমাদের কম বয়সে ...

সরমাঃ- এই সুরু হল... ওনাদের কমবয়সে সবকিছু ভাল ছিল...

শুভঃ- জ্যেঠুর সেই অভ্যাসটা এখন আছে, আমার খুব মজা লাগে...

সরমাঃ- আর বলিসনা, আছে মানে, রিটায়ার করার পর আরও বেড়েছে। কান একেবারে ঝালাপালা করে দিচ্ছে।

বিপিনঃ- আমি তো যাই বলি, তোমার কান ঝালাপালা হয়ে।

(সঙ্গীত)

শুভঃ- চল জ্যেঠু বেরিয়া পরা যাক।

বিপিনঃ- হ্যাঁ, চলচল, তো তুই কত বছর পর গ্রামে এলি?

শুভঃ- ঠিক ৫ বছর পর।

বিপিনঃ- অনেকগুলো বছর... দেখ এর মধ্যে চারপাশটা কত পাল্টে গেছে।

শুভঃ- সেটা দেখেছি, কত নতুন বাড়ি, দকান, রাস্তাটা কিছুটা ভাল হয়েছে।

বিপিনঃ- মানুষের অবস্তা পাল্টাচ্ছে... ক' বছর আগেও তো পাকা বাড়ি বলতে হাতে গোনাই কটা ছিল... আরে অনিল, কথায়ে চললে?

অনিলঃ- কথায়ে আর জাব? ... এই একটু হ্যাঁটাহ্যাঁটি করছি। তা এনাকে তো চিনলাম না...

বিপিনঃ- ইনি কাকে বলছ... আরে ও তো শুভ... আমাদের নিশিতের ছেলে।

অনিলঃ- নিশিতের ছেলে! দ্যাখো, কত বড় হয়ে গেছে।

বিপিনঃ- বড় শুধু কি মাথায়ে হয়েছে, লেখাপড়াতেও বিশারদ।

অনিলঃ- তাই বুঝি, তা বাবা, তুমি কি করছ এখন?

বিপিনঃ-ও তো এখন বিদেশে থাকে। ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছে।

অনিলঃ- বাবা, এ তো ভীষণ খুশির কথা। তা তুমি কোন দেশে আছ?

শুভঃ- আমি জার্মানির হামবল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি রিসার্চ স্কলার।

অনিলঃ- খুব ভাল। তা বাবা-মা কথ্যে আছেন?

শুভঃ- বাবা-মা কলকাতাতেই আছেন।

বিপিনঃ- অনিলদা, আমি শুভকে নিয়ে গ্রামটা ঘুরতে বেরিয়েছি।

অনিলঃ- তা বেশ, চল আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই।

বিপিনঃ- নিশ্চই নিশ্চই।

শুভঃ- আছা, জ্যেঠু, এই পুরনো শিবমন্দিরের পাশে আগে একটা বাগান ছিল না?

বিপিনঃ- তোর মনে আছে দেকছি।

অনিলঃ- বাগান বলে বাগান, কত রকমের ফলের গাছ...

শুভঃ- এখানে তো এখন সব নতুম নতুন বাড়ি তৈরী হয়ে গেছে!

বিপিনঃ- দত্তবাবু সব বিত্রি করে দিয়ে শহরে ছলে গেল...

অনিলঃ- শুধু কি দত্তবাবুর বাগান, আরও বলো, দেখবে গ্রামটা কত পালটেছে।

শুভঃ- সেই কথাই হছিল জ্যেঠুর সঙ্গে... আচ্ছা জ্যেঠু, সকালে দেখলাম, আমাদের বাগানের আনেক গাছপালা নেই। ফাঁকা জমি পরে আছে।

বিপিনঃ- কি আর করি বল... আমাদের বয়স হয়েছে, তোর দাদাও সারাদিন ব্যবসা নিয়র ব্যস্ত, বাগানের দেখাশোনার কেউ নেই। গাছগুলোও অনেক বুড়ো হয়ে গিয়েছিল।

শুভঃ- তা ওই ফাঁকা জায়গায় তো নতুন কিছু চারাগাছ লাগানো যেতে পারে।

বিপিনঃ- করবো, করবো করে আর হয়ে উঠলনা, শরীরটাও আজকাল আর ভাল যাচ্ছেনা।

শুভঃ- আচ্ছা, রান্নাঘরের পাশের জায়েগাটায়ে অনেক কাঠ জড়ো করা আছে দেখলাম, ওগুলো দিয়ে কি রান্না করা হয়ে?

অনিলঃ- গ্রামে তো এখনও কাঠ আর কয়লাই ভরস্যা।

বিপিনঃ- আর, রেশনে যেটুকু কেরসিন পাওয়া যায়ে তা তো আর রান্না করা যায়েনা, কারেন্টের যা অবস্থা দেখলি তো, এই আছে, এই নেই, আর থাকলেও ভোল্টেজের অবস্থা খারাপ।

শুভঃ- আচ্ছা এখানে এখনও গ্যাস আসেনি?

অনিলঃ- হ্যাঁ। এসেছে, আবার আসেনি।

শুভঃ- ঠিক বুঝলাম না।

বিপিনঃ- কিছু কিছু বারিতে এসেছে, কিন্তু সমস্যা কি জানিস... ডেলিভারির লোকেরা গ্রামের ভেতরে আসতেই চায়েনা... সেই বাসস্ট্যাড থেকে চার কিলমিটার রাস্তা, সিলিন্ডার নিয়ে আসা কি মুখের কথা...

শুভঃ- সেইজন্যে বড়মা দেখলাম কাথের উনুনে লুচি ভাজছিল।

বিপিনঃ- কি আর করব বল...

শুভঃ- কিন্তু কাঠ বা কয়লা – এইসব জ্বালানি ব্যবহার অস্বাস্থ্যকর ও বিপদজনক। দেখা গেছে, প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে গড়ে প্রায়ে ৩৫ লক্ষ লোক এইসব জ্বালানি দূষণের কারনে মারা জায়।

অনিলঃ- বলো কি!

শুভঃ- আর এই যে বলছিলে এখানে কারেন্টের করুন দশা... শুধু এই গ্রামে নয়, সারা পৃথিবীতে একশ চল্লিশ কোটি লোক ইলেক্ট্রিসিটির কোনো সুবিধা পায়েনা, আর প্রায়ে একশো কোটি লোক নিম্নমানের বিদ্যুৎ পরিষেবার অন্তর্গত। প্রায় তিনশো কোটি মানুষ কয়লা, কাঠকয়লা, এই জাতীয় জ্বালানির সাহায্যে গৃহস্থালির কাজ চালায়।

বিপিনঃ- এবার ডান দিকে চল।

শুভঃ- আরে নিতাই জ্যেঠুর চায়ের দোকানটা এখনো রয়েছে দেখছি।

অনিলঃ- দিকানটা আছে বটে, কিন্তু নিতাই আর নেই।

শুভঃ- তাই? কবে চলে গেলেন?

অনিলঃ- বছর দুয়েক হল, ফুস্ফুসের কোনো একটা রোগ হয়েছিল।

বিপিনঃ- হ্যাঁ। মানুষটা বড়ো ভালো ছিল, অকালেই চলে গেলেন বলা যায়, বছর ৫৫ হয়েছিল।

শুভঃ- দোকান এখন কে চালায়?

বিপিনঃ- ওর ছেলে, তা বসবি কি দোকানের বেঞ্চে কিছুক্ষণ? আমি আবার একটানা হাঁটতে পারিনা।

শুভঃ- হ্যাঁ। চলো একটু বসি।

অনিলঃ- তা বাবা, একটু চা চলবে নাকি?

শুভঃ- হ্যাঁ, সেটা ছলতে পারে।

অনিলঃ- এদিকে তিনটি চা দে রে রতন।

শুভঃ- এখানেও এখনো কয়লার উনুন।

বিপিনঃ- বললাম তো, লিরূপায় সব, তাছাড়া এইটুকু চায়ের দোকান ক'পয়সা আর বল, একি তোর কলকাতা না জার্মানি...

শুভঃ- একটা অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো জ্যেঠু, এই যে গ্রামে দেখলাম এখনো মানুষ অস্বাস্থ্যকর জ্বালানি দিয়েই কাজ চালাচ্ছে, অনেক শহরে এমনকি কলকাতাতেও এই ছবি পুরপুরি পাল্টাইনি।

অনিলঃ- বল কি!

শুভঃ- রান্নাবান্না, গৃহস্থালিন কাজ, আলোর প্রয়োজন মেটাতে, যোগাযোগ ব্যবস্থায়, উৎপাদন ব্যবস্থায় যান্ত্রিক শক্তির প্রয়োজনে, আধুলিক শক্তির ব্যবহারে অনেক দেশ বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া ও সব সাহারা ক্রান্তিগুলো অনেক পিছিয়ে আছে।

অনিলঃ- এই যে শুভ, ধর, গরম গরম চা...

শুভঃ- হ্যাঁ, কাকু দিন দিন ...

বিপিনঃ- কলকাতার কথা কি যেন বলছিলি?

শুভঃ- হ্যাঁ, কলকাতা শহরের ফুটপাতে যেসব আশ্রয়হীন মানুষেরা বাস করে, তারা তো বটেই, এখনো চায়ের দোকান, খাবারের দোকান, লন্ড্রি বা অনেক বাড়িতেও অস্বাস্থ্যকর কাঠের জ্বালানির ব্যবহার চলছে।

বিপিনঃ- দূষণের এটা একটা কারণ তাহলে...

শুভঃ- অবশ্যই, এই যে নিতাই কাকুর কথা বললে, আমার তো মনে হয়ে দিনের পর দিন এই কাঠকয়লার উনুনের বিষাক্ত ধোঁয়ায় ওনার ফুসফুসের ক্ষতি হয়েছে।

অনিলঃ- এদিকটা তো ভাবা হয়েনি।

বিপিনঃ- তুই তো ভয় ধরিয়ে দিলিরে... তোর বড়মাকে নিয়ে চিন্তায় পড়লাম। দিনের অনেকটা সময় তো ঐ কাঠকয়লা, কেরোসিনের ধোঁয়ার মধ্যে কাটাছে মানুষটা।

শুভঃ- আরেকটু আগেই সাবধান হওয়া দরকার ছিল।

অনিলঃ তুমি বলছ বটে, আমরা না হয় কষ্ট করেও গ্যাস জগাড় করবো... কিন্তু অন্যরা... যেমন ধরো এই রতন, অমলের কি জান... দারিদ্র্যই এসব কিছুর মূলে।

শুভঃ- এর একটা অন্য দিক আছে কাকু,

অনিলঃ- যেমন...

শুভঃ- অস্বাস্থ্যকর জ্বালানি ব্যবহার একটা দেশের সার্বিক পরিকাঠামোর অভাবেই ঘটে – যার মূলে দারিদ্র্য ও অনুন্নয়ন। অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের আর কিছু উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই এই সমস্যা সবথেকে প্রকট। কিন্তু মজার বেপার হচ্ছে, দারিদ্র্য যেমন একটা সমস্যার মূলে, এই সমাজগুলোর কারণে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির রাস্তাও ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে।

অনিলঃ- ঠিক বুঝলাম না, বিঝিয়ে বলত।

বিপিনঃ- আমিও...

শুভঃ- ব্যাপারটা বেস জটিল। আমি সহজ করে বলতে চেষ্টা করছি। উন্নয়নের মাপকাঠি দিয়েই দারিদ্র্য মুক্তির মান নির্ধারন করা যায়ে আর ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুতবপূর্ন হচ্ছে একটা দেশের মানব উন্নয়নের সূচক আর সেই দেশের সার্বিক উৎপাদন – কষি, শিল্প, পরিসেবা, পরিকাঠাম সো ক্ষেত্রেই। এটা খুবই স্বাভাবিক যে জেসব দেশ কৃষি ও উৎপাদন শিল্পে আধুনিক শক্তির ব্যবহার যত বেশি সেখানে উৎপাদনও তত বেশি। দ্বিতীয়ত গৃহস্থালিতে ও ব্যবসা ক্ষেত্রে আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত শক্তির ব্যবহার স্বাস্থ্য ও সময় দুক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার পাওয়া যায়। যেমন, এই নিতাই, কাঠকয়লার বদলে ও যদি এল পি জি গ্যাস বা বায়োগ্যাস ব্যবহারের সুবিধা পায়ে, তাহলে ওর স্বাস্থ্য ও ব্যবসার মুনাফা দুক্ষেত্রেই সুবিধাজনক জায়গায় থাকবে। এই যে গ্রামে টিমটিমে আলোর ফলে সবারই ক্ষতি হচ্ছে, যেমন বাচ্ছাদের পড়াশুনার ক্ষতি, দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি। উন্নত বিদ্যুত পরিসেবা এই ক্ষতি বন্ধ করে মানবসম্পদ উন্নয়নের পথ সুগম করে তুলতে পারে, কৃষিতে আধুনিক শক্তির ব্যবহার উৎপাদন বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। কুটির শিল্পে, ছোট ব্যবসায় খাদ্য সংরক্ষণ – প্রতিটি ক্ষেত্রে দূষনহীন, আধুনিক শক্তির প্রয়োজন

অনস্বীকার্য। মানুষের জীবনযাত্রার মান, কৃষি উৎপাদন, শিল্প উৎপাদন, পরিষেবা, পরিকাঠামো- সব ক্ষেত্রেই উন্নয়নের অর্থ ও দারিদ্রমুক্তি...

অনিলঃ- তাহলে দেখা যাছে গরিব মানুষ আধুনিক শক্তির ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায়- দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পাচ্ছেনা।

শুভঃ- দারিদ্রমুক্তি ছাড়াও আর একটা গুরুত্বপূর্ন দিক হল আধুনিক শক্তির ব্যবহার দূষণের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে, এই মুহূর্তে যেটা সারা পৃথিবীর জন্য খুব খুব দরকার।

বিপিনঃ- জ্বালানির প্রয়োজন বিশেষ করে আমাদের এইসব গ্রামে মানুষ নির্বিচারে গাছও কাটছে।

শুভঃ- ধর, যদি প্রতিটা বাড়িতে দূষনহীন, আধুনিক জ্বালানির ব্যবস্থা হয়, তাহলে কত গাছ বাঁচে।

অনিলঃ- অসুখ-বিসুখও কম হবে।

শুভঃ- অবশ্যই।

বিপিনঃ- ভেবে দেখার ব্যাপার বটে... আরে অরুন, এসো, এসো, আলাপ করিয়ে দি, আমার ভাইপো, জার্মানীতে গবেষণা করছে।

অরুনঃ- নমস্কার।

শুভঃ- নমস্কার।

বিপিনঃ- তরুণ, আমাদের হাইস্কুলের শিক্ষক, রসায়ন পড়ায়, বড় ভাল ছেলে।

শুভঃ- আচ্ছা, আচ্ছা।

অনিলঃ- আমরা বেশ একটা গুরুতবপূর্ন ব্যাপারে কথা বলছিলাম- এই যে গ্রামের মানুষের জ্বালানির সমস্যা, দূষণ এইসব।

অরুনঃ- আমিওতো চিন্তা করি, আমি কি যোগ দিতে পারি আলচনায়?

শুভঃ- ও, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

অনিলঃ- আচ্ছা শুভ, এতক্ষন যেসব কথা হল, আগে তো কথনও এভাবে ভাবিনি বা এত তথ্য ... তা তুমি এত সব তথ্য কথায়ে পেলে?

শুভঃ- তথ্য খুব নিরস ব্যাপার কাকু, আমি আসলে খুব সহজ করে ব্যাপারগুল বলার চেষ্টা করেছি... আসলে এটাই তো আমার গবেষণার বিষয়ে।

অনিলঃ- তা বুঝি?

বিপিনঃ- বুঝলাম তো, কাঠ, কাঠকয়লা, এসবের বদলে রান্নার গ্যাস ব্যবহার করা কত সুবিধাজনক, এই টিম্‌টিমে আলোর বদলে উজ্জ্বল আলো, চাষের কাজে, কলকারখানায় উন্নত মানের শক্তির ব্যবহার আমাদের স্বাস্থ্য, সম্পদ, সবকিছুর জন্যই খুব দরকার।

অনিলঃ- আর দূষণহীন পৃথিবীর জন্য...

শুভঃ- দূষণহীন পৃথিবীর জন্য অবশ্যই। আজকাল যে সুস্থায়ি উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে সেক্ষেত্রেও আধুনিক শক্তির ব্যবহার অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

অরুনঃ- কয়লা, কেরোসিন এজাতীয় বিভাস জ্বালানির ভাণ্ডার ফুরিয়ে আসছে। তাই নজর দিতে হবে পূর্ণনবীকরণ যোগ্য শক্তির। যেমন – সৌরশক্তি ইত্যাদির দিকে।

শুভঃ- ঠিক তাই।

বিপিনঃ- হ্যাঁ। এসব সুবিধা কোথায়ে? গ্রামে তো এসব নাগালের বাইরে; তবে দেখ, আমি, তোর অনিলকাকা, বা এই অরুণ, আমরা হয়তো কষ্টেসৃষ্টে গ্যাস জোগাড় করলাম, কিন্তু, গ্রামের বাকি লোকেরা, গরিব লোকেরা, তাদের সামর্থ্য কোথায়ে? আর কারেন্টের কথা... দশ বছর ধরে ছুটছুটি আবেদন –নিবেদনে করে গ্রামে কারেন্ট এলো, দেখছিস তো অবস্থা... সরকারই পারে এসব করতে... কোটি কোটি টাকার ব্যাপার...

অনিলঃ- আর যতদিন তা না হচ্ছে, গরীব মানুষ যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই পরে থাকবে...

শুভঃ- তার মানে সেই অবস্থা, আমরা হয়ে থাকব অনুন্নত, দারিদ্রের অশুভ চক্রে ঘুরতে থাকব।

অনিলঃ- সেটা তো কাম্য নয়ে। কিন্তু...

শুভঃ- আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমাদের সমস্যাটা কথয়ে জানেন তো... আমরা সবসয়ে সব দায় সরকারের ওপর ছেড়ে দিতে বড় ভালবাসি...

বিপিনঃ- সেটা তুই মন্দ বলিসনি... কিন্তু বিদ্যুত উৎপাদন, পরিবহণ, গ্যাস সরবরাহ... এসব তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে...

শুভঃ- মানছি, সরকারের দায়িত্ব অনেকটাই, কিন্তু খুব ছোটো করে হলেও আমাদের যে একেবারে কিছু করার নেই তা তো নয়।

বিপিনঃ- ঠিক বুকজলামনা।

শুভঃ- আমাদের এই গ্রাম দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। দুটো স্তরে কাজ করা যায়।অপ্রথম কাজ মানুষকে সচেতন করা, আর সেটা তো করাই যায়, তাতে তো খরচ কিছুই নেই।

অরুনঃ- আর দ্বিতীয়?

শুভঃ- কিছু বিকল্প পথ আছে, খরচও আহামরি নয়।

বিপিনঃ- বলিস্ কিরে? বিদ্যুত, রান্নার গ্যাস, এসবের বিকল্প?

শুভঃ- শুধু বিকল্প নয়, আধুনিক, নিরাপদ, দূষণহীন এবং অবশ্যই লাভজনক।

অরুনঃ- আপনি কি সৌর বিদ্যুতের কথা বলছেন?

শুভঃ- শুধু বিকল্প নয়, আধুনিক, নিরাপদ, দূষণহীন এবং অবশ্যই লাভজনক।

বিপিনঃ- সম্ভব এই গ্রামে এইসব ব্যবস্থা করা ?

শুভঃ- অসম্ভব কিছু নয়।

অরুনঃ- কিন্তু যন্ত্রপাতি চাই, প্রযুক্তি পরামর্শ চাই।

অনিলঃ- সে তো বটে, তাছাড়া টাকা পয়সাও তাই চাই।

শুভঃ- সৌরবিদ্যুৎ বা বায়োগ্যাস সংক্রান্ত প্রযুক্তির ব্যাপারে আমি সাহায্য করতে পারি।

বিপিনঃ- আর টাকা পয়সা ?

শুভঃ- এইসব ব্যাপারে সরকার বা অন্য কোন বেসরকারি সংস্থা থেকে আমিও ফান্ডের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

অরুনঃ- এতো খুব আনন্দের ব্যাপার।

বিপিনঃ- কিন্তু তুই যে বললি, তুই কালকেই কলকাতা ফিরছিস।

শুভঃ- সেটা ঠিকই, কালকে আমাকে ফিরতে হবে। কলকাতায় কিছু কাজ আছে। এই দিন পনেরোর ব্যাপার। তারপর আমি গ্রামে ফিরে সব ব্যবস্থা করতে পারি, আর কলকাতায় থাকাকালীন ফান্ড যোগাড়ের ব্যবস্থাও, আশা করি করে ফেলতে পারব। কিন্তু গ্রামের কাজটা তো আমার একার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

অরুনঃ- আমরা আছি, আমরা সবাই আছি, আপনার সাথে এই ব্যাপারে, এত ভালো একটা উদ্যোগ, আর শুধু আমরা নই, আমি আমার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরও এই ব্যাপারে যুক্ত করতে চাই। আগামী প্রজন্মকে এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে সচেতন করা ও প্রশিক্ষিত করা তো আমাদের দায়িত্ব।

শুভঃ- এটা অত্যন্ত সদর্থক ভাবনা, দূষণের কবলে পড়া পৃথিবীকে রক্ষা করা তরুণ প্রজন্মের দায়িত্ব।

বিপিনঃ- আচ্ছা, তোরা যে সৌরবিদ্যুত বা বায়োগ্যাসের কথা বলছিস,। সেটা দিয়ে কি গ্রামের সব বাড়িতে আলো বা রান্নার গ্যাসের ব্যবস্থা হবে ?

অনিলঃ- আমিও সেটাই ভাবছি।

শুভঃ- প্রথমে আমরা ছোট করে শুরু করব। ইংরাজিতে যাকে বলে Pilot Project। যদি আমাদের Project সফল হয় তাহলে আরও ফান্ত আসার রাস্তা খুলে যাবে।

অরুনঃ- আর গ্রামের মানুষও উৎসাহ পাবে, উপকৃত হবে।

শুভঃ- হ্যাঁ, এই উদ্যোগ অনেক সম্ভাবনার রাস্তা খুলে দিতে পারে।

অনিলঃ- যেমন, একটু বল।

শুভঃ- এই একটু আগে আপনারা বলছিলেন গ্যাস সিলিন্ডার বয়ে নিয়ে আসার ঝামেলা এড়ানোর জন্য আপনারা এখনও সেই মান্ধাতার আমলের কাঠকয়লা আর কাঠের আগুনেই ভরসা করছেন, তার মানে গ্রামে আরও বেশ কিছু পরিবার থাকতেই পারে। যাদের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আজও তারা পুরানো ও অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে ঘর গৃহস্থালির শক্তির প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

অরুনঃ- অনেকে আবার নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে ভয় পায়।

বিপিনঃ- কিছু মানুষ আবার খরচের ভয়ে পিছিয়ে আসে।

শুভঃ- এক্ষেত্রে দরকার সচেতনার প্রসার, অরুনবাবু এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ খবর নিতে পারেন। আপনার ছাত্র-ছাত্রী ও গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা প্রসারের কাজটা আপনি এখনই শুরু করতে পারেন।

অরুনঃ- এ ব্যাপারে আমি একশভাগ আগ্রহী। কিন্তু তার আগে বিষয়টা আমি নিজে ভালোভাবে বুঝতে ও পরবর্তী পদক্ষেপগুলো জানতে চাই।

শুভঃ- নিশ্চই, নিশ্চই, তা আপনি বিকেলে একবার আসুন না বাড়িতে, আমার Lap-Top এ বিষয়ে প্রচুর তথ্য আপনি পাবেন।

বিপিনঃ- হ্যাঁ, চলে এসো, অরুন।

অরুনঃ- হ্যাঁ, তাহলে বিকেলেই আসছি।

শুভঃ- সচেতনতার পাশাপাশি আমরা যদি প্রজেক্টটা সত্যি সত্যি বাস্তবে রূপায়ন করতে পারি, অনেক মানুষই আধুনিক শক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত হবে এবং তাতে বাতাসে দূষণের পরিমাণ কমবে।

অনিলঃ- আর তখনই অনেকের জড়তা, ভয় এইসব কেটে যাবে।

বিপিনঃ- চিরকালই তো অনেক বড় বড় কাজ এইভাবে ছোট ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে সফল হয়েছে।

শুভঃ- এইভাবেই সকলের উদ্যোগেই ২০৩০ সালের মধ্যেই বিশ্বের সব মানুষ আধুনিক শক্তির ব্যবহারের সুযোগ পেতে পারে, আর সারা পৃথিবীতে শক্তি ক্ষেত্রে যত বিনিয়োগ হয়, তার মাত্র তিন শতাংশ মূলধন বিনিয়োগ করেই এই লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়া সম্ভব। রাষ্ট্রসংঘ ২০০০ সালে যে Eight-Point Agenda গ্রহণ করেছে, আধুনিক শক্তি ব্যবহারের সুযোগ সব মানুষ যদি না পায়, তাহলে সে লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ হবেনা, তাই আমাদের গ্রামগুলোতেও সচেতনতা বাড়িয়ে এই উদ্যোগ সফল করার চেষ্টা করতে হবে।

অরুনঃ- আমরা গ্রামে সচেতনতার প্রসার ঘটিয়ে আশাবাদী হতেই পারি।

বিপিনঃ- নিশ্চই, নিশ্চই, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি এটা আমাদের সকলের একটা দায়িত্ব, বিকেলে এসো তাহলে এখন ওঠা যাক।

শুভঃ- হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওঠা যাক।

সঙ্গীত

Ref:-

1. Undp.org
2. Energypedia.info
3. Worldenergyoutlook.org